৬ শ্রমিক নিহত, আহত ৪

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কে ট্রাক ও ইঞ্জিন চালিত করিমনের মুখোমুখি সংঘর্ষে ৬ ঢালাই শ্রমিক ঘটনাস্থলে নিহত হয়েছে। এ সময় আরো ৪ শ্রমিক গুরুতর আহত হয় বলে জানা যায়। এরা সবাই ঢালাই শ্রমিক।

ঘটনাটি গতকাল বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার মদনডাঙ্গার শ্রীরামপুর নামক স্থানে ঘটে। পুলিশ ঘটননাস্থল থেকে ৬ জনের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মরদেহ উদ্ধার করে ঝিনাইদহ মর্গে ও আহতদের ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে প্রেরণ করেছেন। নিহতদের পরিচয় না জানা গেলেও তাদে বাড়ি ঝিনাইদহ সদর ও হড়িণাকুণ্ডু উপজেলাতে।

শ্রীরামপুর গ্রমের অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য জাবেদ আহম্মেদ জানান, সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে কুষ্টিয়া জেলার ইবি থানার হাতিয়া আব্দালপুর গ্রাম থেকে নির্মাণাধীন ঘরের ঢালাই কাজ শেষে করিমনে ঢালাই মেশিনসহ বাড়ি ফিরছিলেন তারা। শৈলকুপার কুষ্টিয়া- ঝিনাইদহ মহাসড়কের মদনডাঙ্গা এলাকার শ্রীরামপুর নামক স্থানে পৌঁছালে কুষ্টিয়াগামী সেনাকল্যাণ সংস্থার সিমেন্ট বোঝায় একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঝিনাইদহগামী শ্রমিক বোঝায় করিমনকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই ৬ শ্রমিক ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা যায়।

এদের সবার দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পুলিশ উদ্ধার করে। আহত হয় আরো ৪ শ্রমিক। তাদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে প্রেরণ করেন পুলিশ। নিহতদের পরিচয় না পাওয়া গেলেও আহতরা হলো হড়িণাকুণ্ডুু উপজেলার শাখারিদাহর মেহেদি(৩২), সদর উপজেলার কলামন খালির রাব্বি(৩০), রিপন, কাষ্টশাখরার রিপন(৩৫)।

শৈলকুপার রামচন্দ্রপুর পুলিশ ফাড়ির ইনচার্জ এসআই শামীম আহম্মেদ জানান, ঝিনাইদহ- কুষ্টিয়া মহাসড়কে সেনাকল্যাণ সংস্থার একটি ট্রাক ও শ্রমিক বোঝায় করিমন মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে ৬ শ্রমিক নিহত ও ৪ শ্রমিক আহত হয়। নিহতদের সবার দেহ ছিন্ন বিচ্ছন্ন ছিল। তাদের উদ্ধা করে ঝিনাইদহ মর্গে ও আহতদের ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

[redacted]

[redacted]

করে পালিয়ে যায়।

সংবাদ পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এদিকে পাল্টা অভিযোগ করে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আহম্মেদ আলী বলেন, নির্বাচনের সময় ব্যক্তিগত বৈধ আগ্নেয়াস্ত্র অবৈধ হিসেবে বিবেচিত। আশরাফুল ইসলামের আগ্নেয়াস্ত্রটি জব্দ ও তাকে গ্রেপ্তারের দাবী জানান তিনি।

এ বিষয়ে গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বজলুর রহমান বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কন্যাসন্তান জন্ম নিলেই মিলবে পুলিশের উপহার

কন্যা সন্তানের বাবা-মাকে পুরস্কৃত করার উদ্যোগ নিয়ে আলোচনায় এসেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ। কন্যা সন্তান বোঝা নয় আশীর্বাদ, কন্যা সন্তান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। কন্যা সন্তান জন্ম হলে হট লাইনে ফোন করলেই সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ বাড়িতে পৌঁছে দেবে উপহার ।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে স্ট্যাটাস দিয়ে উপহারের ঘোষণা দেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম। সেখানে লেখা হয়েছে,
“ কন্যা সন্তান বোঝা নয়, আশীর্বাদ কন্যা সন্তান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার
কন্যা সন্তান মা-বাবার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ নিয়ে দুনিয়ায় আগমন করে”

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের এ মহৎ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে চুয়াডাঙ্গার সুশিল সমাজের মানুষ।

এমন উদ্যোগ নিয়েছেন কেন? বিষয়টি জানতে চাইলে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম বলেন, দেখা যায় কন্যা সন্তানকে আমাদের এই সমাজে মূল্যায়ণ করা হয় না। সম্প্রতি গত সপ্তাহে একটি খবরের মাধ্যমে দেখতে পেলাম কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ায় হাসপাতালের বেডে থাকা অবস্থায় স্ত্রীকে ডির্ভোস পেপার দিয়ে গেলো স্বামী। খবরটা দেখে মনে হলো মানুষের মাঝে এখনো ভ্রান্ত ধারণার বা অসচেতনতা রয়েছে। ‘কন্যাসন্তান বোঝা নয়’ সেই ভ্রান্ত ধারণার কিছুটা হলেও মানুষের মাঝে সচেতনা বাড়াতে আমাদের এই প্রচেষ্টা।’

তিনি আরো জানান, ‘কন্যাসন্তান হওয়ার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে নবজাতকের পোশাকসহ উপহারসামগ্রী পাঠানো হবে।’

কন্যাসন্তান জন্ম হলে ফোন করুন, উপহার পৌঁছে যাবে সাথে সাথে। এই উপহার অব্যাহত রাখতে পুলিশকে কন্যাসন্তান জন্মানোর খবর জানানোর জন্য পুলিশ কন্ট্রোলরুমের একটি মোবাইলফোন নম্বর (০১৩২০-১৪৯০৯৮) দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ আবু জিহাদ জানায়, জেলা পুলিশের ফেসবুক পেজে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে একটি স্ট্যাটাস দেওয়া হয়। এরপর বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি হয়।

আমি গ্রাম্য এলাকা লক্ষ্য করে দেখেছি কন্যা সন্তান হলে অনেকে মন খারাপ করে। তাদের উৎসাহিত করা এবং তাদের বুঝাতে হবে ছেলে মেয়ে সবাই সমান, মেয়েরা শিক্ষা এবং কর্ম জীবনে অনেকে এগিয়ে আছে। এ মহৎ উদ্যোগ নেওয়ায় পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম স্যার কে আমি সাধুবাদ জানায়।

নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের

ঠিক ইতিহাস জানতে হবে

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন আলমডাঙ্গার বধ্যভূমি সংলগ্ন পার্কের জায়গা পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন, চিত্ত বিনোদনের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে জানাতেই এই বধ্যভূমি পার্ক নির্মাণ করা হচ্ছে। নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের ঠিক ইতিহাস জানতে হবে।

আজকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করতে স্বাধীনতা বিরোধীরা উঠে পড়ে লেগেছে। দেশে গুজব ছড়িয়ে বিভ্রান্তি সৃস্টি করছে। সকল ষড়যন্ত্র রুখে দিয়ে দেশকে আরো উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যেতে হবে।

বধ্যভূমি পরিদর্শনকালে আরো উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: লিটন আলী, থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবির, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান হেলাল উদ্দিন, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, সাবেক চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমান, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাড: সালমুন আহম্মেদ ডন, পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু,

কুমারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবু সাঈদ পিন্টু, আওয়ামী লীগ নেতা আমিনুল ইসলাম অপু মোল্লা, যুবলীগ নেতা আহসান উল্লাহ, সাজ্জাদুল ইসলাম স্বপন, পৌর ছাত্রলীগ সভাপতি নয়ন সরকার, সরকারী কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আশরাফুল হক, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ নেতা রেজাউল হক তবা, জাহাঙ্গীর হেসেন, খন্দকার মজিবুল হক, ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা টুটূল, ছাত্রলীগ নেতা নাহিদ হাসান তমাল, হাসানুজ্জামান হাসান, সাকিব, রকি প্রমুখ।

র্যাব সেবা সপ্তাহ: কুষ্টিয়ায় শীতবস্ত্র বিতরণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে কুষ্টিয়ায় শীতবস্ত্র বিতরণ করছে র্যাব-১২।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত হতদরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও অসহায় দেড় শতাধীক শীতার্তদের মাঝে এসব শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

অনুৃষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শীতার্তদের হাতে এসব শীতবস্ত্র (কম্বল) তুলে দেন র্যাব-১২ কুষ্টিয়া সিপিসি-১, ভারপ্রাপ্ত কোম্পানী কমান্ডার এ এস পি মিরাজ।

এসময় র্যাবের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কম্বল বিতরণ শেষে র্যাব-১২ ভারপ্রাপ্ত কোম্পানী কমান্ডার এ এস পি মিরাজ জানান, মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে হতদরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও অসহায় দেড় শতাধীক মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও এ কর্মসূচির আওতায় আজ শেষ দিনে শীতবস্ত্র বিতরণের পাশাপাাশি ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

ঝাড়ফুঁকের নামে নববধূকে ধর্ষণ করলো কবিরাজ

কুষ্টিয়ার সদর উপজেলায় নববধূকে ঝাড়ফুঁকের নামে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে সিরাজুল ইসলাম (৪৪) নামে এক কবিরাজের বিরুদ্ধে। সোমবার (৪ জানুয়ারি) রাত ৮টার দিকে উপজেলার আব্দালপুর ইউনিয়নের চৌড়পাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

এই ঘটনায় কবিরাজের বিরুদ্ধে ভুক্তভোগী ওই নববধূ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) থানায় ধর্ষণ মামলা দায়ের করেছেন। বিষয়টি

নিশ্চিত করেন ইবি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তাফিজুর রহমান রতন। অভিযুক্ত সিরাজুল ইসলাম আব্দালপুর ইউনিয়নের চৌড়পাড়া গ্রামের মৃত আজিবর আলীর ছেলে।

ভুক্তভোগী পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ৫ মাস পূর্বে ঝিনাইদহের জেলার হরিণাকুণ্ডু উপজেলার সোহাগপুর গ্রামের ১৬ বছরের কিশোরীর সঙ্গে একই থানার শিমুল নামে এক যুবকের বিয়ে হয়। বিয়ের পরদিন থেকেই ওই কিশোরীর মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। সেই মানসিক সমস্যা সমাধানে ভৌতিক কারণ দেখিয়ে নববধূকে তার বোনের শ্বশুরবাড়ির এলাকায় ওই কবিরাজ সিরাজুল ইসলামের কাছে চিকিৎসা করানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

চিকিৎসার নামে একটানা ১৪ দিন এশার নামাজের পর একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে সেটি না নেভা পর্যন্ত তাকে তার বিশেষ চিকিৎসাগৃহে ঝাড়ফুঁকের (চিকিৎসা) নামে নববধূর শ্লীলতাহানি করে আসছিল। অবশেষে ৪ জানুয়ারি রাত ৮টার দিকে কবিরাজ সিরাজুল ইসলাম তার বোনকে লবণ আনতে পাঠিয়ে ধর্ষণ করে ওই নববধূকে।

ঘটনার আধাঘণ্টা পর তার বোন লবণ নিয়ে আসলে ওই নববধূকে কান্নারত অবস্থায় দেখতে পান। সেখান থেকে তার বোন কান্নার কারণ জানতে চাইলে তাকে কোনো কিছু না বলে তার সঙ্গে বাড়িতে চলে আসেন। রাতে ওই নববধূ তার বোনকে বিষয়টি খুলে বলেন। এই ধর্ষণের বিষয়টি কাউকে কিছু বললে কবিরাজির মাধ্যমে তাকে মেরে ফেলবেন বলে হুমকি দেয় কবিরাজ সিরাজুল।

বিষয়টি রাতারাতি ছড়িয়ে পড়লে আত্মরক্ষার্থে গা ঢাকা দেন সিরাজুল ইসলাম। পরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ইবি থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই নববধূকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইবি থানায় নিয়ে আসেন।

এদিকে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য তার ভাই জগত ডাক্তার বিভিন্ন রাজনৈতিক ও স্থানীয় প্রভাবশালীদের মাধ্যমে ভুক্তভোগী পরিবারের ওপর চাপ প্রয়োগ করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভণ্ড কবিরাজ সিরাজুল ইসলামের কঠোর শাস্তি দাবি করেন এলাকাবাসী।

ইবি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তাফিজুর রহমান রতন বলেন, আমরা প্রাথমিকভাবে ধর্ষণের অভিযোগ পেয়েছি। ভুক্তভোগী ওই নববধূ বাদী হয়ে থানায় ধর্ষণ মামলা দায়ের করেছেন। ওই নববধূর মেডিক্যাল পরীক্ষা করা হয়েছে। রিপোর্ট আসলেই ঘটনার সত্যতা জানা যাবে। অভিযুক্ত আসামিকে আটকের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

কুষ্টিয়াতে খাবার পৌঁছে দেন রজনী অধিকারী

কায়দা করে ছাঁটা চুল। দুই হাতের আঙুলে বেশ কয়েকটি নান্দনিক আংটি। পরনে জিনস আর টি-শার্ট। কুষ্টিয়া শহরে কেউ তাঁকে দেখে বিস্মিত হন। কেউবা মুগ্ধ। কারও কারও তো আবার তাঁর কাজ নিয়ে কৌতূহলের নেই। নাম তাঁর রজনী অধিকারী। কাজ করেন ফুড ডেলিভারিম্যান বা খাবার সরবরাহকারী হিসেবে। ঘরে বসে মুঠোফোনে খাবার ‘চাহিবামাত্র’ রেস্তোরাঁ থেকে তা-ই পৌঁছে দেন রজনী।

কুষ্টিয়া শহরে অনলাইন খাদ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ফুড পান্ডার একমাত্র নারী সরবরাহকারী রজনী অধিকারী। পুরো বাংলাদেশে ফুড পান্ডার নারী ফুড ডেলিভারিম্যান আছেন জনা সাতেক, তাঁদেরই একজন ১৯ বছরের রজনী। একসময় যেসব কাজ শুধু পুরুষদের জন্যই নির্ধারিত ছিল, সেসব কাজ যে নারীরাও আনন্দ নিয়েই করছেন, রজনী তারই উদাহরণ।

রজনী শৈশব থেকেই সাহসী। নিজের পছন্দের ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। রজনী বলেন, বসে থাকতে ভালো লাগে না। কাজ করে নিজে আয় করি। ভালো আছি, যেমন কাজই হোক, তা করা লজ্জার না।

রোদ, বৃষ্টি, ঝড়—কিছুই বাধা নয় রজনীর কাজে। রোজ বের হন। কখনো বাইসাইকেলে, কখনোবা মোটরবাইকে ছোটেন কুষ্টিয়া শহরে। তাঁর পাশে বসে কুষ্টিয়া শহরের অলিগলি কিছুটা ঘুরে বুঝলাম, মোটরবাইক বেশ দক্ষতা নিয়ে চালান। বাতাসের গতিকেই হার মানায়। রজনী বলেন, ‘“পুরুষালি” পোশাক পরি বলে লোকজন একসময় কটু কথা বলত। তবে গা লাগাইনি। মা-বাবা আমার সব কাজে উৎসাহ দেন।’ রজনীরা দুই বোন। বড় বোন অন্তরা অধিকারী বিবাহিত।

বাবা অশোক অধিকারী আর মা অর্চনা অধিকারী। কুষ্টিয়া শহরের থানাপাড়ায় তাঁদের বাড়ি। রজনীর মোটরবাইকের পেছনে বসেই তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল বাড়ির নাম রবীন্দ্রনাথ ভিলা। দাদার নামে নাম বাড়ির। মূল ফটকের বাইরেই রজনীর কাকা সুজন কুমার অধিকারী দাঁড়িয়ে। কাকা আনন্দ নিয়ে কথা বলতে এগিয়ে এলেন।

তিনি জানালেন, রজনী পড়াশোনার পাশাপাশি কাজ করেন। বড়দের কথা শোনেন। বাড়ির কারও কিছু লাগলে দ্রুত নিয়ে আসেন। বাবা চাকরি করেন একটি ব্রিটিশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে। মা পেশায় একটি বেসরকারি ক্লিনিকের নার্স। মা-বাবার সহায়তায় রজনী এই পেশায় এসেছেন।

রজনী ২০১৮ সালে এসএসসি পাস করেছেন কুষ্টিয়া হাইস্কুল থেকে। এখন ডিপ্লোমা করছেন কুষ্টিয়া আইডিয়াল পলিটেকনিক থেকে। পড়ার পাশাপাশি স্বাবলম্বী হওয়ার বাসনা থেকেই এই কাজ করেন রজনী।

ফুড পান্ডার কুষ্টিয়া অফিসে বসে কথা হয় আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ফজলে রাব্বীর সঙ্গে। তিনি জানালেন, রজনী সঠিক সময় ও বিনয়ের সঙ্গে কাজ করেন। এ ছাড়া তাঁর কাজের দক্ষতা বেশ। গত পাঁচ মাস খুব কম সময়ে তিনি ভালো কাজ করেছেন।

বিভিন্ন স্থানে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে সরকারি উদ্যোগে ৪০০ দুস্থ ও অসহায় শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার দুপুরে উপজেলার চাপড়া ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে কম্বলগুলো বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিবুল ইসলাম খান।

এ সময় চাপড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মনির হাসান রিন্টুর সার্বিক তত্বাবধায়নে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা সাঈদ হাসানসহ উপস্থিত অতিথি বৃন্দ শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন।

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি জানান, ঝিনাইদহ সদর, সাগান্না ইউনিয়নের উত্তর নারায়ণপুর ত্রিমোহনী ইসলামী সমাজ কল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সংস্থাটির সভাপতি জনাব ওমর ফারুক।

ওমর ফারুক বলেন, ইসলামী সমাজ কল্যাণ সংস্থা একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন অসহায় ব্যক্তিদের চিকিৎসা সহায়তা, অর্থ সহায়তা, রক্তদান, শীতবস্ত্র বিতরণ, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি ও বই উপহার সহ নানারকম সমাজ সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, সংস্থার কোষাধ্যক্ষ মোঃ ফরহাদ মিয়া, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাকন ভূঁইয়া, প্রচার বিষয়ক সম্পাদক, সোহেল রানা, রিয়াদ আহাম্মেদ সহ সংস্থার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।



জীবননগর অফিস জানায়, জীবননগর স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন শিকড় সমাজ কল্যাণ সংস্থার আয়োজনে অসহায় দরিদ্র মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।
গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় জীবননগর পৌর সভার বিভিন্ন স্থানে ১০০ জন শীতার্ত মানুষের মাঝে এ কম্বল বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক মাহফুজুর রহমান মনজু, জীবননগর ডিগ্রী কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম, যাদবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আঃ সামাদ, শিকড় সমাজ কল্যাণ সংস্থার চুয়াডাঙ্গা জেলা কমিটির সহ-সভাপতি চাষী রমজান, সাধারণ সম্পাদক মিঠুন মাহমুদ ,

সদস্য মফিজুল ইসলাম, জীবননগর উপজেলা শাখার সভাপতি তুহিনুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক লাবনী, সদস্য ঐশ্বর্য সাহা, মিম, ওমর ফারুক, রিয়াজ, সাদিয়া, তনু, রুবিনা স্বপ্নাসহ শিকড় সমাজ কল্যাণ সংস্থার সদস্যগণ।

‘মধ্যপ্রাচ্য থেকে মার্কিনিদের বিতাড়িত করাই হবে আমাদের প্রতিশোধ’

ইরান বলেছে, শহীদ সোলাইমানিকে হত্যার ব্যাপারে সেদেশের কঠোর প্রতিশোধ হবে মধ্যপ্রাচ্য থেকে মার্কিন সেনাদের বিতাড়িত করার জন্য সংগ্রাম করা। তেহরান আরো বলেছে, এ অঞ্চলের দেশগুলোকে আমেরিকার রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের হাত থেকে মুক্তি দিতে হবে। ইরানের নীতি নির্ধারণী পরিষদের সচিব ও আইআরজিসি’র সাবেক কমান্ডার মোহসেন রেজায়ি শনিবার তেহরানে এক বক্তব্যে এ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

তিনি বলেন, বাগদাদে জেনারেল সোলাইমানিকে হত্যার বিচার করার পথ সুগম করতে ইরান ও ইরাকের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবীদের সমন্বয়ে একটি যৌথ আইনজীবী কমিশন গঠন করা হয়েছে। তিনি বলেন, “আমরা এ অঞ্চল থেকে আমেরিকাকে বহিষ্কারের জন্য সংগ্রাম করব ঠিকই সেইসঙ্গে শহীদ সোলাইমানি হত্যার বিচারের বিষয়টি নিয়েও ইরান ও ইরাক সরকারকে আইনি পথে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাতে হবে।”

মোহসেন রেজায়ি বলেন, মধ্যপ্রাচ্য থেকে সন্ত্রাসীদের মূলোৎপাটন করে এ অঞ্চলের জনগণের জন্য শান্তিপূর্ণ জীবন উপহার দেয়ার লক্ষ্যে জেনারেল সোলাইমানি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ইরানের এই পদস্থ সামরিক কর্মকর্তা আরো বলেন, যখন উগ্র জঙ্গি গোষ্ঠী দায়েশকে (আইএসকে) কোনো শক্তি বা সরকারের পক্ষে প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছিল না তখন জেনারেল সোলাইমানি এই জঙ্গি গোষ্ঠীকে দমন করেন। সূত্র : পার্সটুডে।

কাশ্মীরে পাকিস্তানি সেনার

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]